Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIV Issue : VIII, 15th, November, 2024 ১লা কার্তিক, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

[মহান নভেম্বর দিবস উপলক্ষে এই মাসের সম্পাদকীয় লিখেছেন তপন কুমার দাস]

নভেম্বর দিবসে বারবার মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও তাকে নিখুঁত করে তোলার উৎসস্থল হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। ঐতিহাসিকভাবে অচল হয়ে যাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নয়, এই অফুরন্ত উৎসধারাই বর্তমান সমস্যাবলী কাটিয়ে ওঠার এবং বিকৃতির সংশোধন করে এগিয়ে চলার পথে প্রেরণা যোগাবে।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৭ বছর অতিক্রান্ত হলো। যে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা - বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা শুর হয়েছিল সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে আজ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভুলুণ্ঠিত। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর— এই দশদিনে রুশদেশে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যাতে সারা দুনিয়ে কেঁপে উঠেছিল। আতঙ্কিত হয়েছিল, শঙ্কিত হয়েছিল বিশ্বের ধনবাদী শোষকেরা। কিন্তু বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির কাছে, মেহনতী জনগণের কাছে, সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে জর্জরিত পরাধীন দেশের মানুষের কাছে সে ঘটনা নিয়ে এসেছিল এক নবদিগন্তের উষার আলো। নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে বিপ্লব সংগঠিত করার সংকল্প নিয়ে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের সংগঠন।

কেন এবং কীভাবে নভেম্বর বিপ্লব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রমজীবী জনগণকে আলোড়িত এবং প্রভাবিত করল? কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস ঘোষণা করেছিলেন : শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হলো প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়যুক্ত করা। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের এই ঘোষণাই নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

ইতিহাসের শিক্ষা হলো এক আঘাতে উত্তরণ হবে না— দীর্ঘপথ আমাদের যেতে হবে। ইতিহাস প্রমাণ করবে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন অলীক স্বপ্ন মাত্র। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের গতি জাতির ও সামাজিক মুক্তির অভিমুখী। এই প্রেক্ষাপটেই ভারতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রচার আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। বিশ্ব দুনিয়ার চরিত্র প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে। অতএব আমাদের প্রতিনিয়ত সমাজতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার প্রতি নজর রাখতে হবে। যে কোনো বিচ্যুতিকে সঠিক সময়ে চিহ্নিত করতে হবে। সেই কাজে নভেম্বর বিপ্লবের আলোই হবে আমাদের আলোকবর্তিকা।

এসো মা লক্ষ্মী

সুনীতা দত্ত

অঙ্কণে সুনীতা দত্ত

এসো মা লক্ষ্মী
বোস মা লক্ষ্মী
থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।
ধন, ধান্য, উপচে পড়ুক
তোমার আশিস বরে॥

লক্ষ্মী থাকুন সিংহাসনে,
ও প্যাঁচা, তুই আয় ঘরে
(না না দিনে নয়
রাতের অন্ধকরে)॥

বড় বড় চোখ তোর
রাতেও দেখতে পাস,
মা লক্ষ্মীর বাহন তুই
যত্র তত্র যাস॥

শোন রে প্যাঁচা —
তোর মস্ত দুটি ডানার তলে
লুকিয়ে আনিস নোট
শ্রী শ্রী দিদির কাছে
শিখিস আঁট ঘোঁট॥

কথা দিচ্ছি,
টাকা পেলেই দেব তোকে জল, বাতাসা ভোগ।
ভক্তি ভরে বলব সবাই মিলি
ওঁম পেচকায় নমামি॥

কথা দিচ্ছি
লক্ষ্মী পুজো বর্ষণ মুক্ত হবেই
প্যাঁচা কিছু মিছু আমদানি করবেই।

আরজি

মৃনাল দত্ত

সৃজনের মাদকতায় প্রকৃতি এনেছে
নারী ও পুরুষ
কত মনোরম শব্দচয়নে নারী পুরুষ
ভালবেসেছে
রচনা করেছে কাব্যকথা
চাঁদের হাসিতে দেখেছে
প্রিয়তম সুখ।
নারীকে করেছে মাতৃস্বরূপা — জননী
বিশ্বজোড়া এই ছন্দমালায় শয়তান
জাগিয়েছে ঈর্ষা কামক্রোধ
সুচারু শোভন আবরণে ঢেকে রাখি নগ্ন সৌন্দর্য
সভ্যতার ক্রম অগ্রগতি ভেঙে যায় আবরণে
যৌনতার লোভনীয় স্বাদ লুকিয়ে রাখে
বিগলিত হাসিতে
সরল প্রেমকথায়...
লালসা তবুও পিছু ছাড়ে না
না পুরুষে না নারীকে
বৃক্ষের অরণ্যে তার ছলাকলা
সভ্যতার আস্তিনে থাকে ক্ষুধার্ত অস্ত্র
তাই আদিম সমাজ থেকে মানুষ আজো পরাজিত
হিংস্র লালসায় কতনা টুম্পা সুজেট
এইতো সেদিন আর. জি. করে
ধর্ষনের ইতিকথা লেখা হয় রক্ত দিয়ে
সভ্য মানুষেরা বিচারের দাবীতে রাজপথে
এখনো থামেনি সে লড়াই
সভতার পুণ্যভূমি রচনায়
আরো কতকাল চলে যাবে
নারী জাগরণে।

হাসি

অমিতা মণ্ডল

হাসিটা ভীষণ দরকারি
আসুক কান্না বারংবার।
মুহূর্ত থাকুক রকমারি
ভালো থাকাটা দরকার।
ভেঙে পড়লেও ভীষণভাবে
উঠে দাঁড়ানোর পন্থা থাকুক।
ভালোবাসার ভীষণ অভাবে
ভালো থাকার শক্তি থাকুক।
হাসিটা, ভীষণ দরকারি।
আসুক কান্না বারংবার।
আজ আছি, কাল যাবো চলে—
লাভ কি এতো ঘেন্না করে?
কারোর স্মৃতিতে জায়গা পেলে,
বেঁচে থাকবে তুমিও মরে।
হাসিটা ভীষণ দরকারি—আসুক কান্না বারংবার।
হাসিটুকু ছড়িয়ে দাও—
চাদরে ঢাকা যতো ক্ষত।
সুখটুকু হোক সার্বজনীন
দুঃখটুকু হোক ব্যক্তিগত।
হাসিটা ভীষণ দরকারি—আসুক কান্না বারংবার।
ভালো আছি বলে, কতো হাসিমুখ—
গোপনে শুধু কাঁদে—
চোখের আড়ালে—নীরবতা নিয়ে চুপি চুপি
মন বাঁধে।
'গোপন কথারা'—গোপনেই থাকে।
গল্পেরা বাঁধে খাতা—
তোমার চোখের স্নিগ্ধতায়
সহজ সরল হাসির মাঝে—
হারিয়ে ফেলি আপনায়।
হাসিটা ভীষণ দরকারি
আসুক কান্না বারংবার।
ভালো থেকো এই ছোট্ট কথাটা
উপন্যাসের মতো।
ভালো থেকো—রইল আমার অকৃত্রিম
শুভেচ্ছা—

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার রিপোর্ট

প্রতিবেদক - স্নেহাংশু চাকদার

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার সংস্থার ১৯তম বার্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতি ও উপস্থিত সহ-সভাপতিবৃন্দকে নিয়ে সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয় এবং সভা পরিচালনা করেন সহ-সভাপতি সনৎ লাহিড়ি। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার। পরবর্তীতে সভাপতি

শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন ইজরালী বাহিনী নানা অজুহাতে প্যালেস্তানীয়দের উপর আক্রমণ করে চলছে যার ফলে অসংখ্য নিরীহ মানুষ মৃত্যু বরণ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর প্রভাব পড়ছে। সারা বিশ্বে প্রতিবাদী ও মৌলবাদীর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেকারি ও জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে।

আমাদের দেশের অবস্থাও তদরুপ। বেকারত্ব, নিরাশ্রয়ী মানুষের সংখ্যায় ভারত বিশ্বে অন্যতম। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি-প্রশাসন-দল একই রেখায় অবস্থিত। টাটাকে রাজ্য ছাড়া করার পর আর কোনো বড় শিল্প পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু খেলা-মেলা-উৎসবের কমতি নেই। ফল স্বরূপ রাজ্যের অর্থনীতি ধ্বংসের কিনারায়।

মহান মানবতাবাদী ডা. হেনরী নর্মান বেথুনের নামাঙ্কিত আমাদের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল প্রবীণ নাগরিক বৃদ্ধ মানুষদের সাহায্য করা বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ ও দরিদ্র জনসাধারণকে সহায়তা দান করাই এই মানবতাবাদী সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। এ ব্যাপারে বিগত ১৮ বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা হল বেথুন ইনস্টিটিউট সাফল্যের সঙ্গে সাংগঠনিক কাজের দ্বারা নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অনেক কাজ করে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পেলেও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার শক্তি বাড়ে। চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তিকে সতেজ রাখার জন্য উদ্ভুত সমস্যাগুলি সমাধানে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এই শক্তি বিনাশের সহায়ক। এই কাজ এককভাবে কেবলমাত্র বেথুন ইনস্টিটিউ করতে পারে না, তার জন্য চাই সমাজের সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি।

বর্তমানে আমাদের জনবলের অভাব এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা আছে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে তুলতেই হবে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন স্নেহাংশু চাকদার। তা সভায় অনুমোদিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন রথীন্দ্র নাথ মৈত্র এবং তা সমর্থন করেন নারায়ণ ঘোষ। ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তিকরমের প্রস্তাব পেশ করেন সিক্তা দাশ এবং তা সমর্থন করেন নারায়ণ ঘোষ, ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তিকরণের প্রস্তাব পেশ করেন ছায়া মুখার্জী এবং তা সমর্থন করেন নারায়ণ ঘোষ।

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বাঁশদ্রোণী সুবোধ পার্ক অঞ্চলে নিজস্ব তিন কাঠা জমি সহ একটি ছোট্ট বাড়ি আছে। ইউনিয়ন যৌথভাবে জমিটি ব্যবহার করার জন্য আমাদের কাছে একটি প্রস্তাব দেন। আমরা ইতিপূর্বে সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম। আমাদের সম্মতি পাওয়ার পর ইউনিয়ন তাদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে দুপক্ষের সদস্যদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে এবং সেই ট্রাস্টের হাতে জমিটি তুলে দেওয়া হবে। ট্রাস্টের নাম— নর্মান বেথুন ট্রাস্ট রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে এখানে একটি বৃদ্ধাবাস স্থাপন করা হবে। ট্রাস্ট

সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন রমা প্রসন্ন দত্ত এবং উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তপন কুমার দাস।

আর জি কর মেডিকেল কলেজে গত ৯ আগস্ট ভোর রাতে আমাদের তিলোত্তমাকে ধর্ষণ করে খুন অথবা খুন করে ধর্ষন করা হয়েছিল। বিচার আজও অধরা। বিচারের দাবীতে— We DEMAND JUSTICE FOR R. G KAR এর প্রস্তাব পেশ করেন সিক্তা দাশ এবং উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন পুতুল মৈত্র।

বর্তমানে আমাদের বার্ষিক সদস্য চাঁদা টা: ৫০/- তা বৃদ্ধি করে টা: ১০০/- করার সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন অশোক রঞ্জন ধর এবং তা সমর্থন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন রমা প্রসন্ন দত্ত। ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য সংস্থার প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ করেন নারায়ণ ঘোষ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ অন্যান্য প্রস্তাবসমূহকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন রমা প্রসন্ন দত্ত। তিনি সদস্য চাঁদা বৃদ্ধি সহ বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য পৃথক করে চাঁদা ধার্য্য করার কথা বলেন। এছাড়া সংস্থার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন এবং সংস্থার ভবন ভাড়া দেওয়াতে আপত্তি জানান। প্রিয়তমা ঘোষ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করে সদস্য চাঁদা বৃদ্ধির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাছাড়া যারা পারেন তাদেরকে Donation প্রদানের জন্য আবেদন জানান। তিনি ট্রাস্টের জমি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যে খরচ হবে তিনি তাতে সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে যে সকল পরিষেবা দেওয়া হয় তা আরও বৃদ্ধি করা যায় কিনা সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ার কথা সকলকে বলেন। অমিতা মণ্ডল উত্থাপিত সকল প্রস্তাব সমর্থন করে একটি কবিতা পাঠ করেন।

ভোলানাথ মিত্র সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ সকল প্রস্তাবকে সমর্থন করে জয় ইউনিয়নের অতীত ইতিহাস বর্ণনা করেন। আশীষ দাশগুপ্ত উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহকে সমর্থন করে বলেন সদস্য চাঁদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আর সংস্থার উন্নয়নকল্পে সকলকে Donation প্রদান করার আহ্বান জানান। কমল পাল সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সহ সমস্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন শনি, রবিবার যদি কোনো কাজ থাকে তবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারেন।

দেবব্রত নাগ প্রস্তাবসমূহকে সমর্থন করে বলেন সংস্থার নাম নিয়ে রমা প্রসন্ন দত্ত বাবুর কথা ঠিক নয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ভাবনা নিয়েই সংস্থার নামকরণ করা হয়েছে। অশোক রঞ্জন ধর চাঁদার নামে Donation দেওয়ার প্রস্তাব করেন। পেট্রন Advisary Board এর সদস্যদের নিয়ে মিটিং করার কথা বলেন। বৃদ্ধদের সাহায্য করার জন্য Team তৈরি করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। আগামী বছর আমাদের

আমাদের সকলের প্রিয়
নীলিমা ধর স্মরণে
প্রয়াণ ২১ নভেম্বর ২০১৮
পরিবারের সদস্যবর্গ

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে কি করা যায় তা নিয়ে এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।

সম্পাদক বলেন নাম নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। এই নামই রাখা হবে। ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে অতীতের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে ব্যাংক কিংবা Corporate অফিসকে ভাড়া দেওয়া যায় কিনা পরবর্তীতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। AGM এর ফি নেওয়ার বিষয়ে আগামীতে সভায় আলোচনা করা হবে। আমাদের Donation এ 80G ছাড় আছে। Pan Number দিতে হবে। Registration খরচ— ভ্যালুয়েশান করার পর কত খরচ হবে তা জানা যাবে। বৃদ্ধাশ্রম করার জন্য একটি কমিটি করা প্রয়োজন। Trust এর নামে Bank A/c করার পর Committee করা হবে। আলোচনা করে সমস্ত কিছু ঠিক করা হবে। এই মহতী কাজে সকলকে সথাসাধ্য দান ও সংস্থার কাজে সকলকে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

তারপর সভাপতি সভায় উপস্থাপিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব, ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক ও হিসাব পরীক্ষক নিযুক্তিকরণ, ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য আয়-ব্যয়ের বাজেট, তা ছাড়া নর্মান বেথুন ট্রাস্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব, সদস্য চাঁদা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং We Demand justice for R. G. Kar এর প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। পেশকৃত উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে অশোক রঞ্জন ধর ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের জন্য জয় ইউনিয়নের ১/৩ সদস্য সহ মোট ৩৯ জন সদস্যকে নিয়ে সংস্থার পরিচালন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন তা উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়।

সভাপতি ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে বলেন বিদায়ী পরিচালন কমিটি যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি, আশা করি পরবর্তী পরিচালন কমিটি তা সম্পূর্ণ করবে। বিদায়ী পরিচালন কমিটি ও নতুন পরিচালন কমিটির সদস্য এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে বাধানগিরি

সমীর কুমার ঘোষ

ছোট মেয়ে পুপুর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়ে গেছে। ফল প্রকাশের পর স্কুল কয়েকদিন ছুটি দিয়েছে। মেয়ে (পুপু), মেয়োর মা (বিবি)-এর ইচ্ছে এই শীতে হিমালয়ের কোথাও ঘুরে আসি। হিমালয়ের কথা উঠতেই আমার হিমালয়ের পথপ্রদর্শক দীপকদাকে খবর দিই। উনি সাথে সাথে প্রোগ্রাম ছকে ফেলে ট্রেনের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে ফেলেন। যাব অমৃতসর মেলে লক্ষ্ণৌ। ওখান থেকে ট্রেন পাল্টে কাঠগোদাম। তারপর কুমায়ুন হিমালয়ের বিভিন্ন শৈলশহর যথা নৈনিতাল, মুক্তেশ্বর, রাণীক্ষেত, আলমোড়া, চৌকরী,

কৌশানী, গোয়ালদাম, দেবল ত্যাদি ঘুরে নেমে আসব হরিদ্বারে।

হৈমবতীর অঙ্গনে একের পর এক নতুন নতুন শৈলশহরের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে এসে পৌছলাম গোয়ালদামে (৬,৫৬০ ফুট)। এটি একটি ছোট্ট গ্রামীণ শৈলশহর হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। স্থানীয় পাহাড়ীদের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু ঘর বাড়ি। ক্ষেতখামার। পাহাড়েব ধাপে ধাপে চাষবাস হয় ভুট্টা, গম আর পাহাড়ী আলুর। ব্রিটিশ আমলে একসময় অত্যন্ত যত্ন করে চা বাগান তৈরি হলেও আজ তা অবহেলিত। হয়েছে ছোট ছোট আপেল বাগান। রয়েছে পথের ধারে হাতে গোনা খানকয়েক দোকান ঘর যা আবার সন্ধ্যা নামতেই ঝুপ করে ঝাঁপ ফেলে দেয়। ছোট্ট রাইস হোটেলেরও অবস্থা তাই খাবারের অর্ডার দিলে তবুও কিছুক্ষণ খোলা রাখে নচেৎ সন্ধ্যায় ঝাঁপ ফেলে যে যার ঘরে ফিরে যায়। দুপুরের দিকে এসে পৌছলেও বেশ শীত বোধ করি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে জানিয়ে দেয়, বরফ পাহাড়ের হিমশীতল অভ্যর্থনা। গাড়োয়ালের চামোলি জেলার অন্তর্গত গোয়ালদাম কুমায়ুনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শুধু তাই নয় চামোলি ও আলমোড়া জেলা দুটির প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। গোয়ালদাম একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং খুব কাছেই রয়েছে আরও উঁচু পাহাড় যেখান থেকে দেবতাত্মা হিমালয়ের ভুবন ভোলানো রূপের সাক্ষী থাকা যায়। (ক্রমশ)

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)
১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০
নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে
কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in